সমাজ ভাবনা

কান্তি বিশ্বাস

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয় নিবেদন

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয়ের সমাজ চিন্তা বিষয়ক বর্তমান গ্রন্থটি বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। ভারতের সামাজিক ন্যায়ের মহান প্রবক্তা বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর, গ্রাম বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ মহামনীষী হরিচাঁদ ঠাকুর অবিভক্ত বাংলার অনন্য দলিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল থেকে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা আর জাতীয় সংহতি-আন্দোলনের জীবন্ত কিংবদন্তী সাম্যবাদী জননেতা জ্যোতি বসু, বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ যেমন স্থান পেয়েছেন তার সংহত বিশ্লেষণে, তেমনি অজস্র তথ্য সম্ভারে চিত্রিত হয়েছে বিগত দশকের সমাজ জীবনের নানা তরঙ্গ-ভঙ্গ।

আমরা একটি গ্রন্থের কলেবরের মধ্যে পাই সাম্প্রতিক সময়ের সংরক্ষণ বিতর্ক থেকে ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট, ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তুর সমস্যা থেকে তার বিশ্বব্যাপ্ত পরিধি।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আর্থ সামাজিক নানা আন্দোলন, নানা ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া প্রশাসনিক নানা পদক্ষেপ ও তার ফলশ্রুতি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, বর্ণবৈষম্য, দাঙ্গা থেকে দারিদ্র্যের কষাঘাত। নারীশিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক নিপীড়ন থেকে নাগরিক অধিকার। গণতন্ত্র ও নির্বাচন;—এমনি অজস্র-সহস্র তার উর্মিমুখর শাখা বিস্তার।

আছে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনীতি সমাজনীতির নানা গভীর সংকট বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ঋদ্ধ বিশ্লেষণ, মন্তব্য আর সমাধানের পথসংকেত।

একজন সচেতন সমাজমনস্ক গবেষকের সদাজাগ্রত প্রশ্ন উত্থাপন ও মানুষের কাছে তার মানবকল্যাণী দিকদর্শন এ গ্রন্থের এক অনন্য প্রাপ্তি। যার সঙ্গে মিশেছে কান্তি বিশ্বাস নামক একজন শিক্ষক ও সংবাদ ভাষ্যকার, সমাজ অভিজ্ঞ মানুষের আত্মনিহিত অনুভূতিময় জীবনমন্থনজাত উচ্চারণ। যা পাঠককে বিস্ময়াবিষ্টই কেবল করে না—সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় ইতিহাস ও সমকালের সহস্র তথ্যসূত্রের সঙ্গে। যার পূর্ণাঙ্গ তালিকা এ-গ্রন্থে দেওয়া না-গেলেও নিমগ্ন পাঠকেরা, নিষ্ঠাবান ও গভীর গবেষকেরা এখানে পাবেন তার অজস্র আলোকরেখা—যা তাকে তথ্যসূত্রের মণিমুক্তোর রাজ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে, প্রশ্ন জাগাবে, ঘুম ভাঙাবে—নতুন পথের যাত্রী হতে উৎসাহ যোগাবে।

এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে সময়ের ও নানা পারিপার্শ্বিক বাধার

জন্য কিছু দুর্বলতা আমাদের রয়ে গেল—এজন্য সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। বিশেষ করে নির্দেশিকা সংস্থাপন ও টীকা প্রদানের ইচ্ছা থাকলেও আমরা তা করে উঠতে পারিনি। তবুও ভারতীয় সমাজ ও তার সমকালীন প্রতিক্রিয়ার সংহত প্রকাশে এ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে এক মহাগ্রন্থ—যা আজকের সময়কে যেমন সমৃদ্ধ করবে; তেমনি আগামী যুগকেও সাহায্য করবে আমাদের সমাজ ও সময়কে সঠিক ভাবে জানতে ও চিনতে। এখানেই এ গ্রন্থের অনন্যতা। আমাদের আশা গ্রন্থটি ব্যাপক অংশের মানুষকে বহুমুখী সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থটির সুন্দর প্রকাশনার ভার নিয়ে 'পুনশ্চ' এক মহান দায়িত্ব পালন করলো। বিশেষ করে তার প্রবীণ কর্ণধার 'সংসারে সন্ন্যাসী' শ্রী শংকরীভূষণ নায়কের আন্তরিক উদ্যোগ এ ব্যাপারে বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। প্রুফ সংশোধনে প্রবীণ বয়সেও শ্রীধীরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহযোগিতা এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন।

সবশেষে আমি উল্লেখ করতে চাই আমাদের অগ্রজা-প্রতিম শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী আশালতা বিশ্বাসের কথা। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহে গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল। আর কৃতজ্ঞতা জানাই 'গণশক্তি' সহ যেসব পত্রিকায় লেখাগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় সেসব পত্রপত্রিকার প্রতি।

'পুনশ্চ'র শিল্পী, কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের এ প্রাসঙ্গিক নিবেদন শেষ করছি।

বিনীত
নীতীশ বিশ্বাস

সূচিপত্র

ড. বি. আর. আম্বেদকর ঃ ভাবনা, বিশ্লেষণ ও অনুগমন ১৭—৩৭

ড. আম্বেদকর স্মরণে ১৭

ড. আম্বেদকরের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ২৩

ড. আম্বেদকর ও ভারতীয় সংবিধান ২৬

অরুণ শৌরির গ্রন্থ ও আম্বেদকর ৩০

ড. আম্বেদকর ও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ৩৩

ড. আম্বেদকর ও ভারতীয় সমাজ ৩৫

ভারতের বিশিষ্ট কয়েকজন মনীষী ৩৮—৫৯

মহামনীষী গুরুচাঁদ ঠাকুর ৩৮

মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ৪০

এক মহীরুহ জীবনের একটি অধ্যায় (শ্রীজ্যোতি বসু) ৪৩

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ও সমকালীন স্বাধীনতা সংগ্রাম ৪৬

বিশ্ববন্দিত রাধাকৃষ্ণাণ ৫৭

দলিত সমাজ ঃ সংরক্ষণ-বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৬০—১২৭

মণ্ডল কমিশন প্রসঙ্গে ৬০

মণ্ডল কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের রায় ৬৭

আইনসভায় আসন সংরক্ষণ—কিছু প্রশ্ন ৭১

চাকুরির নামে তপশিলিদের প্রতি বঞ্চনা ৭৪

জাতপাতভিত্তিক বিভাজন ৭৬

সংখ্যালঘুদের অধিকার ৭৮

আদিবাসী সমাজের স্বার্থে চাই মিলিত আন্দোলন ৭৯

তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের আসন সংরক্ষণ প্রসঙ্গে ৮১

বি.জে.পি., কংগ্রেস ও দলিত সমাজ ৮৬

শ্রেণি-প্রতিহিংসার নগ্নতা, বর্ণ-বৈষম্যের বীভৎসতা ৮৮

প্রসঙ্গ ঃ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ও বি সি) ৯২
নর্মদার জলাধার নির্মাণ ও আদিবাসীদের পুনর্বাসন ৯৫
এ কোন্ সভ্যতা—মানব, দানব না জান্তব ৯৮
মুম্বাইয়ের নৃশংসতা কি কোনো আকস্মিক ঘটনা ১০১
সমকালীন নির্বাচনে তপশিলি জাতি-আদিবাসীদের ভূমিকা ১০৪
কাঁসিরামজির কাছে খোলা চিঠি ১০৮
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী জয়ললিতার কাছে খোলা চিঠি ১১৩
অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি ও রাজ্য সরকার ১১৭
যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ও পশ্চাৎপদ মানুষ ১২১
তপশিলি জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের অবস্থা ১২৪

প্রসঙ্গ ঃ ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১২৮—১৭০

দূরদর্শনের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করুন ১২৮
দুই বাংলার পারস্পরিক সমস্যা ১৩১
ইতিহাসের ওপর সাম্প্রদায়িক ছোবল ১৩৫
গ্রন্থ, গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য ১৩৮
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভারতের ভাষা-বৈচিত্র্য ১৪১
সরকারি কাজে বাংলাভাষার ব্যবহার ১৪৪
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামোন্নয়নে শিক্ষা ১৪৭
কিউবা, কালাহান্ডি ও একটি পত্রিকা ১৫২
সংবাদপত্র কোন্ পথে ১৫৬
নতুন শতাব্দীর অগ্রগতির সেতু ১৬০
মুখোশের অন্তরালে ১৬৪
একটি প্রণিধানযোগ্য প্রস্তাব প্রসঙ্গে ১৬৮

পশ্চিমবঙ্গ ঃ উদ্বাস্তু সমস্যা, সার্বিক উন্নয়ন এবং বিকল্প পথ ১৭১—২০৮

বিশ্ব প্রতিবেদনের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-ব্যবস্থা ১৭১
পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও কিছু কথা ১৭৪
এস.ইউ.সি.আই ও ২৪ জুন ১৭৮
১৯৫৯-এর ভয়ংকর সেই নৃশংস সন্ধ্যা ১৮১
রাজ্যের শিল্প-ভাবনা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা ১৮৬

বিশ্ব দারিদ্র্য প্রতিবেদন—২০০০ এবং পশ্চিমবঙ্গ ১৯১
সুন্দরবনের সৌন্দর্য ১৯৪
নোনাজলে চিংড়ি চাষ ও তার পরিণতি ১৯৭
পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও কেন্দ্রীয় সরকার ২০১
পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যা ও সরকার ২০৩
একটি করুণ বিশ্বসমস্যা ও ভারত ২০৬

ভারত ঃ অন্য রাজ্য ২০৯—২৩৮
কাবেরীর জলে কে গো বালিকা ২০৯
ঝাড়খণ্ড ও কংগ্রেস ২১২
ত্রিপুরা কি সত্যিই মরণজয়ী ? ২১৫
গিরি-নন্দিনীর বুকে বিসর্জন নাটক ২১৮
রাজ্যপাল—রাজ্য ও রাজনীতি ২২১
সুরজকুণ্ডের কারণসুধা ২২৬
অথ বত্রিশ সিংহাসন ও বি জে পি সরকার কথা ২২৯
ভাগ্যবিড়ম্বিত বিজ্ঞান নগরী ২৩২
যোশী—আদবানিকে একটি মানপত্র ২৩৫

ভারত সরকার ও প্রশাসন ২৩৯—২৭০
বাজেট তামাশা ও কেন্দ্রীয় সরকার ২৩৯
রাজীব গান্ধির মৃত্যু ও তার ভয়াবহ ইঙ্গিত ২৪২
বিশ্বের মানব উন্নয়ন ও ভারত ২৪৬
১৯৯৩-এর ২৮ মার্চ-এর ডাক ২৪৮
মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ভারত ২৫১
একই অঙ্গে এত রূপ ২৫৪
কংগ্রেসি ললাটে আরো একটি কলঙ্ক তিলক ২৫৭
আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর থেকে বাগাড়ম্বর ২৬০
কৃষক-খেতমজুর কেন ভারত বন্‌ধে শামিল হবেন ২৬৩
কংগ্রেসের চার অধ্যায় ২৬৭

সাম্প্রতিক ভারত; সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ২৭১—৩২১
বি জে পি ও কয়েকটি প্রশ্ন ২৭১
হিটলারের 'হেরেণ ভোক' = হেগড়েওয়ারের 'হিন্দুত্ব' ২৭৭

কে কতটা দায়ী, কী করণীয় ২৮০
এবার রাম রথ নয়, একতা রথ ২৮৪
বি জে পি'র প্রচার ও কিছু জিজ্ঞাসা ২৮৮
লসএঞ্জেলস-কেন্দ্রিক দাঙ্গা থেকে শিক্ষা নিন ২৯২
আবার একটি বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত ২৯৬
প্রশ্ন করি—জবাব দাও ২৯৯
এবারের লক্ষ্য দুই নম্বর শত্রু ৩০২
কোন্ অর্ঘ্যে কবিবন্দনা ৩০৭
কারাকোরামের কান্না ৩১১
শ্রেণি-প্রতিহিংসার নগ্নতা, বর্ণ-বৈষম্যের বীভৎসতা ৩১৪
এখন ইতিহাসের উপর সাম্প্রদায়িক ছোবল ৩১৮
আবার সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততা ৩২১

ভারত ঃ উন্নয়ন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৩২২—৩৯১

অনুগ্রহ করে শুনুন ৩২২
খাদ্যসমস্যা ও ভরতুকি ৩২৬
সর্বনাশা শিল্পনীতিকে রুখে দিন ৩৩০
দেশ বাঁচাবার এই ধর্মঘট—একে সফল করুন ৩৩৪
গণবণ্টন-ব্যবস্থা ও কেন্দ্রের সরকার ৩৩৭
রেল পরিষেবা—কিছু কথা, কিছু তথ্য ৩৪০
ভারত এখন ১৩৫ নম্বরে—এরপর ? ৩৪৪
তুলনাহীন মূল্যবৃদ্ধি—কেন্দ্রীয় সরকারের বড়ো উপহার ৩৪৭
বিশ্ব মানবিক উন্নয়ন ও ভারত ৩৫১
বিশ্ব মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন—২০০০ এবং আমরা ৩৫৩
মনে কি পড়ে প্রিয় ! ৩৫৬
বাজেট তামাশা ও কেন্দ্রীয় সরকার ৩৬০
কার স্বার্থে রচিত এই বাজেট ? ৩৬৪
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস ও আমরা ৩৬৮
এ যুগের বানপ্রস্থবাসীরা ও কিছু কথা ৩৭০
ঋণং কৃত্বা বিষং পিবেৎ ৩৭৩

সার্বিক ঐক্য নিয়ে রক্তাক্ত পাঞ্জাবের পাশে দাঁড়ান ৩৭৬
নয়া স্ট্যাম্প ডিউটি আইন—কী ও কেন? ৩৮০
৩৫৬ ধারা, না সাংবিধানিক ব্যভিচার ৩৮৪
ভিক্ষুকের ভিখারি-বিরোধী অভিযান ৩৮৮

নাগরিক অধিকার, আইন-আদালত ও সংবিধান ৩৯২—৪২১

বিপন্ন ভারতীয় সংসদের মর্যাদা ৩৯২
আক্রান্ত মূল কাঠামোগুলি ৩৯৬
অভিন্ন দেওয়ানি বিধি—স্তাবকতা ও বাস্তবতা ৪০১
বর্তমানের সংকটময় পরিস্থিতি ও বিচারব্যবস্থা ৪০৫
ভারতের হিরোশিমা ভূপাল বনাম সুপ্রিম কোর্ট ৪০৮
পচন রোধে চাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ৪১২
রাষ্ট্রপতিপ্রধান শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে ৪১৮

নির্বাচন ঃ পৌর, পঞ্চায়েত এবং ৪২২—৪৫৫

পৌর সমস্যা ও নাগরিক দায়িত্ব ৪২২
পৌর উন্নয়নে জোয়ার এনেছে বামফ্রন্ট ৪২৬
এবারের পৌর নির্বাচন প্রসঙ্গে ৪৩৩
এসব ব্যাপারে বিজেপি নীরব কেন? ৪৩৭
'গফুর-উপেন'রা ইতিহাস গড়বেই ৪৪০
কর্পোরেশন নির্বাচন : কয়েকটি জিজ্ঞাসা ৪৪৩
১৯৯১-এর লোকসভা নির্বাচন ও তার শিক্ষা ৪৪৮
এই নির্বাচন ও বর্তমানের করণীয় কাজ ৪৫৩

নারী-শিশু অধিকার ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে ৪৫৬—৪৯৩

নারীসমস্যার কয়েকটি দিক ৪৫৬
অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ৪৫৯
নারী নির্বাচকমণ্ডলী ও কিছু কথা ৪৬২
নারী-নিগ্রহ, নারী-নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ হোক ৪৬৬
নারীসমাজ ও রাজনৈতিক অধিকার ৪৭০
বয়ঃসন্ধিকালের দুহিতা সমাজে উপেক্ষিতা ৪৭৩

অর্ধ স্বর্গ নয়—ধরার আইনসভায় শুধু একটু স্থান ৪৭৬
শৈশবহীন শিশুর কান্না — কবে শেষ হবে ৪৮০
শিশু ও শৈশব ৪৮৩
এ বিশ্ব কি এ-শিশুর বাসযোগ্য? ৪৮৭
আজকের জার্মানি ও তার শিশু-সমাজ ৪৯১

আন্তর্জাতিক নানা প্রসঙ্গ ৪৯৪—৫৭৪

দুর্ভিক্ষের পদভারে আবার কি কাঁপিবে মেদিনী? ৪৯৪
বিশ্ব খাদ্য দিবসের ভাবনা ৪৯৭
আন্তর্জাতিক আদ্য-জাতি বর্ষ ৫০০
বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের ভাবনা ৫০৪
দক্ষিণ আফ্রিকা নেই শুধু দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ৫০৭
'ফরাসি রাজপ্রাসাদে অস্পৃশ্যের প্রবেশ' ৫১০
এইডস এর বিরুদ্ধে চলুক সর্বাত্মক অভিযান ৫১৩
ক্রুশবিদ্ধ রুশ ৫১৬
কোপেনহেগেনের পর্বত শিখরে মূষিক প্রসব ৫১৯
সোনা বিক্রির শয়তানি ৫২২
জোটনিরপেক্ষতা, উন্নয়ন ও ভারত সরকার ৫২৫
'শাইলকেরা' চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস ৫২৯
মানুষের কেন এই বেদনাদায়ক পরিণতি ৫৩৪
রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ ৫৩৮
এর পরেও ডাঙ্কেল কীর্তন ৫৪২
কৃষি-আকাশে ধূমকেতু ৫৪৫
বিশ্বব্যাপী রণসজ্জার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন ৫৪৯
বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের ভাবনা ৫৫৩
নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ৫৫৬
রাজ্য-কেন্দ্র ও বিশ্বব্যাংক প্রকল্প ৫৬০
সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব দ্বন্দ্ব ও তৃতীয় বিশ্ব ৫৬৪
ঘনায়মান বিশ্বসংকট ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ৫৬৭
সাম্রাজ্যবাদ বনাম স্বাধীনতাকামী মানুষের দ্বন্দ্ব ৫৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ ৫৭৫—৬২৪

কি আশায় বাঁধিনু এ ঘর! ৫৭৫

সোভিয়েতের তরুণ ভাই-বোনেদের কাছে খোলা চিঠি ৫৭৯

"বাংলার মাটি বাংলার জল" ৫৮৩

বাংলাদেশের রজতজয়ন্তী ও কিছু কথা ৫৮৭

"জয় বাংলার" জয় ৫৯০

জয়তু মুক্তিযোদ্ধা নেলসন ম্যান্ডেলা ৫৯৩

চিনের কৃষি-ব্যবস্থা সম্পর্কে দু'চার কথা ৫৯৭

নিশুতি রাতের একটি কলঙ্কিত সিদ্ধান্ত ৬০১

বৈদেশিক বাণিজ্য— ন দধীচি ত্যাজিলা তনু দেবের মঙ্গলে! ৬০৪

বিশ্ব দারিদ্র্য প্রতিবেদন—২০০০ এবং পশ্চিমবঙ্গ ৬০৭

বিশ্ব মানবিক অধিকার প্রসঙ্গে ৬১০

পোল্যান্ডের পবন কোন দিকে প্রবাহিত ৬১৩

আমেরিকা আবিষ্কারের ৫০০ বছর ৬১৭

ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা, না অন্য কিছু ৬২০

বন্ধু—না প্রভুর সন্ধানে ৬২৩

ড. আম্বেদকর স্মরণে

কর্ম দিয়ে মানুষকে বিচার করা হবে — না বিচার করা হবে জন্ম দিয়ে, কোনো মানুষের যোগ্যতা এবং প্রতিভার কোনো মূল্য থাকবে না যদি তার জন্ম হয় কোনো পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ঘরে— সামান্যতম মানবিক অধিকার কোনো ব্যক্তি পাবে কী পাবে না, তা ঠিক হবে কোন্ কুলের সন্তান তিনি — এই প্রকার নিষ্ঠুর মানবতা বিরোধী প্রথা পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে কম বেশি দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু এর গভীরতা ও ব্যাপকতা, এর কদর্য চেহারা যদি হিসাবের মধ্যে আনা হয় তাহলে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কোনো কোনো এলাকায় এটা ছিল নিকৃষ্টতম। সামাজিক এই বর্বর ব্যবস্থা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য যুগে যুগে মনীষীগণ অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন — বিভিন্ন পথের নিশানা দিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত প্রচার করেছেন — কিন্তু এই পাপ সমাজ থেকে নির্মূল করা যায় নি। গৌতম বুদ্ধ, কবীর, নানক, রাজা রামমোহন রায়, শ্রী গৌরাঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা ফুলে প্রমুখ বহু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে অমূল্য উপদেশাবলি দিয়েছেন—মতামত প্রচার করেছেন, তথাপি এই সামাজিক ব্যাধির প্রকোপ নিশ্চিহ্ন হয় নি। ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকর-এর সমগ্র জীবন এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বিংশ শতাব্দীর উন্নত সমাজেও এই বীভৎস ব্যবস্থা যে কত ভয়াবহ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা তিনি যত সুস্পষ্টভাবে ভারতবাসীর নিকট উপস্থিত করতে পেরেছেন তা আর কেউ পারেন নি। এটাই ড. আম্বেদকরের স্বাতন্ত্র্য।

এই বিরাট দেশের বিশাল সংবিধান রচনার যিনি ছিলেন মূল কারিগর বা মুখ্য স্থপতি—ভাবতে পারা যায় বাল্যবয়সে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সময়ে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে একই ঘরে বসতে পারতেন না, শিক্ষকদের নিকট কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাঁর অধিকার ছিল না — বিদ্যালয়ের পানীয় জলাধার পর্যন্ত স্পর্শ করার কোনো অধিকার ছিল না! ১৯২০ সাল থেকে অন্তত ত্রিশ বৎসর ধরে গোটা ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে এক বহু আলোচিত, বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে যিনি খ্যাত ছিলেন, তিনি নিচু কুলে জন্মেছিলেন এই অপরাধে স্কুলে সংস্কৃত ভাষা পড়তে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি, পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন পারসি ভাষা। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র—যাঁর মেধার জন্য এই প্রতিষ্ঠান থেকে যিনি উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন — কল্পনা করা যায় তিনি বোম্বাই প্রদেশে কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে সহকর্মীদের তীব্র আপত্তিতে কলেজের জলাধার পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেননি। বারে বারে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে গাছতলায় বসে বেদনায় ব্যথিত আম্বেদকর শিশুর মতো অঝোরে কেঁদেছেন — এরকম অনেক ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করা আছে। কোনো এলাকায় বাড়িভাড়া পাননি, যদি বা পেয়েছেন, পরে তাঁর জাত পরিচয় পাওয়ার পর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি যখন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন দিবা-রাত্রি গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করতেন। আর সেই সময়ে ভারত থেকে নির্বাসিত লালা লাজপত রায় আমেরিকায় বসবাস করতেন, তাঁর দৃষ্টিতে, ভারতীয় সমাজের অস্পৃশ্যতার ব্যাধিতে বিপর্যস্ত এই মেধাবী তরুণের প্রতিভা ধরা পড়ে। তিনি তাঁকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। তরুণ আম্বেদকরের মনের দুঃসহ জ্বলা তাতেও নির্বাপিত হয়নি—তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল বর্তমান মহারাষ্ট্রের মাহার সম্প্রদায়ের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যবয়স থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের বিশেষত হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রচলিত এই জাতিভেদ-এর কুৎসিত চেহারা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। উচ্চশিক্ষিত বিলাত ফেরত আম্বেদকর যখন বরোদার মহারাজার মিলিটারি সেক্রেটারি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁরই নিজ অফিসের চাপরাশি পর্যন্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ফাইল কাগজপত্র তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিতেন—তাঁকে স্পর্শ করতেন না। চতুর্বর্ণের পরিণতি এই বিষময় অস্পৃশ্যতার ব্যাধি আম্বেদকরকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। তাঁর নবীন মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক সুতীব্র দ্বন্দ্ব। তাঁর সমস্ত কর্মময় জীবনে এই দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু ঃ

১৯১৮ সালে ২৭ বৎসর বয়সে আম্বেদকর তাঁর রাজনৈতিক জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। ঐ বৎসর নাগপুরে প্রথম অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্মেলন আহ্বান করেন। জনমত গঠন করার জন্য একাধিকবার পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯২০ সালে সাপ্তাহিক পত্রিকা "মূক নায়ক" এবং ১৯২৭ সালে সংবাদপত্র "বহিষ্কৃত ভারত" তিনি প্রকাশ করেন এবং ঐ সালেই বোম্বাই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (ব্যবস্থাপক সভ্য) তিনি সদস্য মনোনীত হন। ১৯২৮ সালে ব্রিটিশ রাজ যখন ভারতে সাইমন কমিশন পাঠান, কংগ্রেস ঐ কমিশন বর্জন করেন, আম্বেদকর একমাত্র ভারতীয় যিনি ঐ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার ভয়াবহ চেহারার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এখান থেকে গান্ধিজির সাথে তাঁর মতবিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব আইন সভায় সুনিশ্চিত করতে আম্বেদকর দাবি করেছিলেন—এই সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন, গান্ধিজি তার বিরুদ্ধাচারণ করে আমরণ অনশন শুরু করেন। অবশেষে গান্ধিজির জীবনরক্ষার তাগিদে আম্বেদকর পৃথক নির্বাচনের দাবি প্রত্যাহার করেন এবং যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমেই অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হয়। এ বিষয় গান্ধিজির সঙ্গে ১৯৩২ সালে তাঁর একটি লিখিত চুক্তি হয় — 'পুণা প্যাক্ট' নামে এই চুক্তিটি পরিচিত। অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত শ্রমিক—তাই তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য আম্বেদকর স্বাধীন লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠা করে ১৯৩৮ সালে বোম্বাই আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৫টি আসনে জয়যুক্ত হন।

গান্ধিজির সঙ্গে সম্পর্ক ঃ

গান্ধিজি তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত "হরিজন" পত্রিকায় পর পর তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে আম্বেদকরকে 'হিন্দুধর্মের বিপদ' বলে অভিহিত করেন। গান্ধিজি মন্তব্য করেন যাঁরা অস্পৃশ্য তাঁরা যদি ইসলাম ধর্ম কিংবা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন, তিনি বিশেষ কিছু মনে করবেন না, কিন্তু জীবন দিয়ে তিনি তাঁদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি বাধা দিতে থাকবেন। পৃথক নির্বাচনের দাবির বিরোধিতা করে গান্ধিজি যখন অনশন শুরু করেন আম্বেদকর তাকে একটি রাজনৈতিক চমক বলে আখ্যায়িত করেন।

ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ এবং যমুনালাল বাজাজ যখন গান্ধিজির শিবিরে তাঁর কাজের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আম্বেদকরের নিকট আবেদন জানান, তার উত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন, তিনি গান্ধিজির জয়ের জন্য নিজের বিবেককে উৎসর্গ করতে পারবেন না।

"কংগ্রেস এবং গান্ধি" পুস্তকে আম্বেদকর গান্ধিজির সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন—তিনি বলেছেন, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত গান্ধিজি বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থরক্ষায়

সর্বদা সতর্ক। ঐ বইতে এক জায়গায় আম্বেদকর উল্লেখ করেছেন, গান্ধিজি হরিজন সেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে কৃপার দ্বারা হরিজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন। গান্ধিজি এবং কংগ্রেস ১৯৩৮ সালে আইন করে যখন এই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নাম 'হরিজন' দেন—তাতে অপমানিত বোধ করে আম্বেদকর এর প্রতিবাদ করেন এবং গান্ধিজির নিকট তাঁর বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করেন।

কংগ্রেস-এর প্রতি মনোভাব ঃ

আম্বেদকর আগাগোড়া কংগ্রেস দলের প্রতি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ ছিলেন। "গাইকোয়াড়ের নিকট পত্র" নামক বইতে আম্বেদকর বলেছেন— "যে মানুষের কোনো আত্মসম্মান জ্ঞান নেই একমাত্র তার পক্ষেই কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করা সম্ভব।" বারে বারে কংগ্রেসের নিকট থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েই তিনি এই কঠোর বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। "কংগ্রেস এবং গান্ধি" পুস্তকে এক জায়গায় আম্বেদকর লিখেছেন, এটা অতীব দুঃখের বিষয়, যদিও কংগ্রেস দল পুঁজিপতি, মহাজন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদেরই দল তথাপি ইউরোপ এবং আমেরিকার বামপন্থী এবং পরিবর্তনকামী রাজনৈতিক দলগুলি একে সমর্থন দিচ্ছেন। ১৯৩৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে বিহারের কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ আম্বেদকরের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে কংগ্রেসে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। তার উত্তরে আম্বেদকর বলেছিলেন, 'কংগ্রেস দল যদি প্রকৃতই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে এই মুহূর্তে তাঁর স্বাধীন শ্রমিক দল ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করবেন। এর মধ্য দিয়েও কংগ্রেসের প্রতি তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৭ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশনে প্রথম অস্পৃশ্যতা দূর করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও শুধু গান্ধিজির উপদেশে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এখানেও কংগ্রেসের ভূমিকা আম্বেদকরকে ব্যথিত করে। আরও আশ্চর্যের বিষয় ১৯২২ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাব দেওয়া হয়—হিন্দুধর্মের মধ্য হতে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হোক। কংগ্রেসের এই মানসিকতা আম্বেদকরকে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

গ্রামীণ পঞ্চায়েতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সংবিধান রচনার কথায় আম্বেদকরের প্রথম গ্রামীণ পঞ্চায়েতের প্রতি বিরূপ ধারণা ছিল। তিনি বলেছিলেন, পরিবর্তনের পর পরিবর্তন হয়েছে, হিন্দু-পাঠান-মোঘল-মারাঠা-শিখ-ইংরাজ—কত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল কিন্তু গ্রামীণ মানুষের ভাগ্য কতটুকু উন্নত হয়েছে! তাই গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনে তাঁর ভিন্ন মত ছিল। পরে অনেক আলোচনার পর আম্বেদকর সংবিধানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সংস্থান রাখার জন্য সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এইচ ভি কামাথ, তখন তাঁকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন।

ভূমি-ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ ঃ

তদানীন্তন কমিউনিস্ট নেতা এস এ ডাঙ্গের সঙ্গে আম্বেদকর ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আম্বেদকর সুস্পষ্টভাবে বলেন, সোভিয়েতের নব ভূমি-ব্যবস্থা তিনি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। জমিদারি-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে জমির কর্তৃত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করুক এবং তারপর সমবায় খামারের সাহায্যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হোক—এটাই ছিল আম্বেদকরের সুচিন্তিত অভিমত। আম্বেদকরের লেখা "রাষ্ট্র এবং সংখ্যালঘু" বইতে এর বিশদ বিবরণ আছে।

শিক্ষার অপরিহার্যতা ঃ

গান্ধিজি প্রবর্তিত ওয়ার্ধা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুনিয়াদি শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন আম্বেদকর।

সেজন্য তিনি বোম্বাই আইনসভায় ১৯৩৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। তিনি ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন। শিক্ষার বিষয়ে স্যাডলার কমিশনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে প্রগতিশীল অংশকে কার্যকর করার জন্য তিনি চেষ্টা করেন। নিজে বোম্বাইএ সিদ্ধার্থ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৬ সালে। কোনো কোনো রাষ্ট্রনায়কের মতে তিলক, গোখেল, লাজপত রায়, আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নে আম্বেদকরের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও ১৯৫৫ সালের ১৮ মার্চ তারিখে এক বিখ্যাত ভাষণে তিনটি জিনিসের উপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন—তাঁর একটি হচ্ছে শিক্ষাবিস্তার (মহানির্বাণ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক ঃ

কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আম্বেদকরের নিয়মিত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। ১৯৩৮ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসি সরকার শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার জন্য একটি আইন পাস করার জন্য আইনসভায় বিল উত্থাপন করেন। আম্বেদকর তখন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যৌথভাবে এই আইনকে বাধা দেওয়ার জন্য ১৯৩৮ সালের ৭ নভেম্বর শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেন। ৬০টি শ্রমিক সংগঠন এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মঘটকে সফল করে তোলেন। কংগ্রেস নেতা এস কে পাতিল সর্বশক্তি নিয়োগ করেও সেদিন এই ধর্মঘট ভাঙতে পারেননি।

আম্বেদকর মার্কসবাদের সকল তত্ত্বকে সমর্থন করেননি, কিন্তু একটা কথা জোরের সাথে বলেছেন যে ব্যক্তিমালিকানায় অধিকৃত সম্পত্তি সকল শোষণের মূল কারণ এর উচ্ছেদের সাহায্যেই সমাজের বিভিন্ন প্রকার শোষণের অবসান হবে।

অবিভক্ত ভারতের প্রশ্নে ঃ

বর্ণবৈষম্যের যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত আম্বেদকরের হৃদয়কে ব্যথিত করত। সেজন্য কখনও কখনও তিনি ভারতীয় সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইতেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁকে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আম্বেদকর স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাংলা থেকে নির্বাচিত হন। একটি অধিবেশনে অবিভক্ত স্বাধীন ভারতের পক্ষে তিনি এত জোরালো বক্তব্য রাখেন যে আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার তার জন্য আম্বেদকরকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন (কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ডিবেট ভল্যুম ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব ঃ

তিনি ছিলেন মার্কিন নীতির ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলেছেন, আমেরিকা তার বিরাট সম্পদরাজির সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে, বিশেষ করে ভারতকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে উদ্যত। আমেরিকার দর্শন গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মূল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাঁর এই মনোভাবের কথা একাধিক বার তিনি প্রকাশ করেছেন।

সংবিধান রচনা ঃ

সংবিধান রচনায় আম্বেদকর যে যোগ্যতা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সরকারি মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই সংবিধান রচিত হয়। সেজন্য ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বস্তুত তদানীন্তন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কিন্তু সংবিধান রচনা করার কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর ভূমিকা এবং আইনসভায় বিভিন্ন বিতর্কের যে জবাব আম্বেদকর দিয়েছেন—তা একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সংবিধান বিশারদ হিসাবে তিনি বন্দিত হয়ে থাকবেন।

হিন্দু কোড বিল ঃ

আম্বেদকর হিন্দুধর্মের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী ছিলেন। একদিকে তিনি নেহরুর ১৯২৮ সালের রিপোর্টের বিরোধিতা করেছেন, আবার ১৯৪১ সালে স্যার বি এন রাও-এর নেতৃত্বে গঠিত আইন কমিটির যে সুপারিশ ছিল, হিন্দুদের বিভিন্ন প্রথাকে বিধিবদ্ধ করার জন্য, তার প্রতি আম্বেদকরের সমর্থন ছিল। আইনমন্ত্রী হিসাবে আম্বেদকর এবং আইনসভার অন্তত ১৬ জনকে নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটি এই হিন্দু কোডের রিপোর্ট ১৯৪৮ সালের ১২ আগস্ট সভায় পেশ করেন। তার মধ্যে—বিচ্ছেদের অধিকার, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, যৌথ পরিবারের সম্পত্তি, উত্তরাধিকার প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় ছিল। কিন্তু এই বিল যখন চূড়ান্ত হবে তখন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু আইনসভায় কংগ্রেস সদস্যদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তাঁদের ইচ্ছামতো এই বিলে তাঁরা মতপ্রকাশ করতে পারবেন। বিলটি ভোটে নাকচ হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নেহরু এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আচরণকে তিনি তাঁর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে গণ্য করেছেন।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ঃ

আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রচলিত কুপ্রথা, নিষ্ঠুর অস্পৃশ্যতা, তথাকথিত নীচু জাতের প্রতি হৃদয়হীন দুর্ব্যবহারের কোনো প্রতিকার করতে পারলেন না, তখন তিনি ধর্মত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। এজন্য তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বেদ, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। একাগ্রচিত্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, বৌদ্ধযুগের পরে এবং মৌর্য যুগে হিন্দুধর্মের মধ্যে এই অমানবিক আচরণের দ্বার রুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছিল, অন্য কোনো সময় নয়। অপমানের জ্বালায় নিদারুণভাবে দগ্ধ বিদগ্ধ আম্বেদকর এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে তিনি হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু হিন্দু হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন না। ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক কিনা সেটি ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু যে সামাজিক সীমাহীন নিপীড়ন তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল—সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে হবে।

ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথাকে তিনি রদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বর্ণাশ্রম বা চতুর্বর্ণ শ্রমকে বিশ্বাস করে না—বিভাজন করে শ্রমিককে; ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, উভয় দিক দিয়ে এই ব্যবস্থা সমাজের ক্ষতি করে। গান্ধিজিকে পাঠানো তাঁর বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন এদেশের মুনি-ঋষিগণ ভগবানের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের বিষয় অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের চিন্তা কতটুকু তাঁরা করেছেন। ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে যখন তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন সে পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাতের ব্যবস্থার জন্য তিনি অন্তর্জ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন।

তাঁর জন্মের পর একশত বৎসর অতিবাহিত হতে চলেছে, কিন্তু এখনও এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়নি। এর চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে পারে! সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ৩৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিযুক্ত কমিশন এবং কমিশনার তপশিলি ও আদিবাসীদের সামগ্রিক যে অবস্থার বিবরণ, প্রতি বৎসর তাঁদের প্রতিবেদনে দেন, তার থেকে এই অনগ্রসর ও দরিদ্র মানুষের শোচনীয় পরিস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কতদিন এই ব্যবস্থা চলতে থাকবে? সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্যের বীজ—এই সামাজিক কুপ্রথার শিকড় নিহিত আছে। সেজন্য সামন্তবাদ-বিরোধী